‘বৃত্তি পরীক্ষা বৈষম্যমূলক নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৩ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃত্তি পরীক্ষা’ নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ সঠিক নয় বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে এই দাবি করে কারণগুলোও তুলে ধরে মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদ’ সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে অভিযোগ তোলে। সেই বক্তব্যের প্রতি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি গেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার একটি অংশ হলো পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি পরীক্ষা চালু করা। বাংলাদেশের শিক্ষা জরিপগুলোতে দেখা যায়, সরকারি বিদ্যালয়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী নিম্ন আয়ের পরিবারের। অন্যদিকে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল পরিবারের। এই বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলোর শিক্ষার্থীরা আর্থিকভাবে কিছু সহায়তা পায়। এটা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটি আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে।

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ‘কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন বৃত্তি পরীক্ষা’ চালু করেছে। সেই পরীক্ষায় সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারে না। তাই সরকারি বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা বৃত্তি পরীক্ষার দাবি তুলেছিলেন। সেই দাবি থেকেই পরীক্ষাটি চালু করা হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদ এবং ১৯৯০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী, প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বাধ্য। এখানে কোনো পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারত্বের নীতি চলে না। যারা বেসরকারি স্কুলে সন্তানদের পড়ান, তারা নিজের ইচ্ছায় করেন। এই কারণে ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃত্তি পরীক্ষা’কে বৈষম্যমূলক বলা ঠিক নয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের সব শিশুর জন্যই উন্মুক্ত।